



পরিবেশগত জনস্বাস্থ্যের প্রসার করা

এই অধ্যায়ে	পৃষ্ঠা
স্বাস্থ্যকর্মীরা কলেরা নির্মূল করে	২
পরিবর্তনের জন্য একত্রে কাজ করা	৩
কী কারণে এই স্বাস্থ্য সংগঠন সার্থক হলো	৪
কিভাবে পরিবেশ স্বাস্থ্যের রূপকল্প বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো	৫
গাছ বিনা পাহাড়, ছাদ বিনা ঘরের মতোই	৬
সমস্যার মূল কারণ খোঁজা	৭
একজন কার্যকর পরিবেশ স্বাস্থ্য কর্মী হতে শেখা	৮

পরিবেশগত জনস্বাস্থ্যের প্রসার করা



একটি শিশু বা একটি পরিবারের স্বাস্থ্যের উন্নতি বলতে কী বুঝায় তা পরিষ্কার। কিন্তু আপনি কিভাবে পরিবেশের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করবেন?

আমরা যখন পরিবেশগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে কথা বলি, তখন আমরা আমাদের চারপাশের পৃথিবী দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য যেভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, তা বুঝতে চাই এবং আমাদের কার্যকলাপ কিভাবে আমাদের চারপাশের পৃথিবীর স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করেছে তাও বুঝতে চাই। যদি আমাদের খাদ্য, জল, এবং বাতাস দূষিত হয়, তবে এগুলো আমাদেরকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। আমরা যদি বাতাস, জল, এবং ভূমি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সতর্ক না হই, তবে আমরা নিজেদেরকে এবং আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে অসুস্থ করে তুলতে পারি। আমাদের পরিবেশকে রক্ষার মাধ্যমে আমরা নিজেদের স্বাস্থ্যকেও রক্ষা করি।

পরিবেশগত স্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রায়শঃই শুরু হয় যখন মানুষ দেখতে পায় যে একটি স্বাস্থ্য সমস্যা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বা দলকেই প্রভাবিত করছেন, বরং এটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্যই একটি সমস্যা। কোন সমস্যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা হলে সেব্যাপারে একটি পরিবর্তন আনতে জনগণের একত্রে কাজ করার সম্ভবনা বেড়ে যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা ইকুয়াডরের ম্যানগ্লারাল্টো শহরের একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিষয়ে বলব, যেখানে স্বাস্থ্য কর্মীরা কলেরার মহামারী নিমূল করেছে। পরবর্তীতে, এলাকার জনগণ অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে একত্রে কাজ করার উপায়ও বের করেছে।

স্বাস্থ্য কর্মীরা কলেরা রোধ করে

ইকোয়াডরের উপকূলে ৬ মাস খুবই শুষ্ক থাকে এবং বাকী ৬ মাস খুবই ভেজা। এর ফলে এখানে খাদ্যশস্য ফলানো খুবই কঠিন। এখানে অল্প কয়েকটি বাজার আছে, এবং সরকারী বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, এবং অন্যান্য মৌলিক সেবা যেমন পরিষ্কার জল এবং পয়ঃপ্রণালি ইত্যাদির ব্যবস্থা করার ব্যাপারে খুব কমই করে। ১৯৯১ সালে যখন এখানে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন বেশীরভাগ জনগণই এর জন্য প্রস্তুত ছিল না, এবং অনেকেই খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

দিনের পর দিন, লোকে তাদের পরিবারের সদস্যদের ম্যানগ্লারেস্টো শহরে অবস্থিত স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসতে থাকে। তারা খুবই দুর্বল ছিল, কাঁপছিল, এবং ভয়াবহ, জলের মতো ডাইরিয়া এবং জলশূন্যতায় (শরীর থেকে অতিমাত্রায় পানি বেরিয়ে যাওয়া) ভুগছিল। স্বাস্থ্য কর্মীরা উপলব্ধি করলো যে এটি কলেরার মহামারী এবং প্রচুর লোক মারা যেতে পারে যদি তারা এটাকে রোধ করতে তাড়াতাড়ি কিছু না করে।

কারণ কলেরা পানীয় জলকে দূষিত করে এবং সহজেই এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়ায়, স্বাস্থ্য কর্মীরা জানতো যে শুধুমাত্র অসুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করাই যথেষ্ট নয়। কলেরা ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে তাদেরকে ম্যানগ্লারেস্টো এবং কাছের গ্রামগুলোর সবার জন্য পরিষ্কার জল এবং নিরাপদ পায়খানার পাবার একটি উপায় বের করতে হবে।

স্বাস্থ্য কর্মীর ধামের যারা এখনো সুস্থ আছে তাদেরকে সংগঠিত করতে আরম্ভ করলো এবং স্থানীয় দলগুলোর কাছে সাহায্য চাইলো। অন্যান্য দেশে অংশীদার আছে এমন একটি সংস্থাকে তারা পরিষ্কার জল এবং পায়খানা প্রদান করার একটি জরুরী কার্যক্রম শুরু করতে অর্থ সাহায্য দেয়ার ব্যাপারে রাজী করতে সমর্থ হয়েছিল।

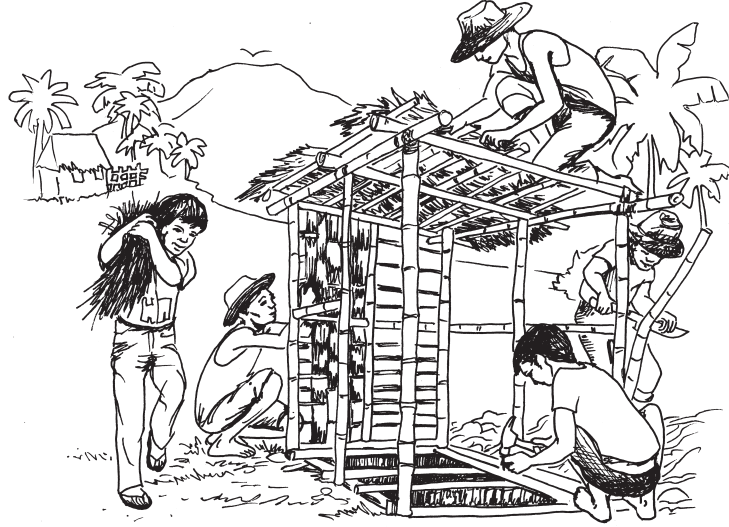
তাদের প্রকল্পের নাম ছিল 'জনগণের জন্য স্বাস্থ্য', স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রতিটি গ্রামে জনস্বাস্থ্য পরিষদ গঠন করেছিল। পরিষদের সদস্যরা 'গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রশিক্ষক' নির্বাচন করলো যাদেরকে জনগণের কাছে জল এবং পয়ঃব্যবস্থা (পায়খানা তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং জীবাণু ছড়ানো রোধ করতে হাত ধোয়া) বিষয়ে শিক্ষাদান করতে প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। এভাবে স্বাস্থ্য কর্মীরা কলেরার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং তাদের এলাকার পরিবেশগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ অংশে নিজেরাই দায়িত্ব নিতে গ্রামবাসীদেরকে সহায়তা করলো।



কোন কিছু করার জন্য অর্থ থাকাকাটা ভাল ছিল, কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল না। কলেরার বিস্তার রোধ করতে যেসমস্ত কাজ করা প্রয়োজন তা করতে সক্রিয় জনগণ আমাদের প্রয়োজন ছিল।।

পরিবর্তনের জন্য একত্রে কাজ করা

গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রথম যে কাজটি করেছিল তা হলো গ্রামের বাসিন্দাদেরকে কলেরা এবং ডাইরিয়া সৃষ্টিকারী অন্যান্য রোগজীবাণু কিভাবে ছড়ায় (পৃষ্ঠা ৪৭ থেকে ৫১ দেখুন) তা শিখিয়েছিল। তারপর তারা প্রত্যেক বাড়ী এবং প্রত্যেক গ্রামকে পরিষ্কার (পৃষ্ঠা ৯২ থেকে ৯৯ দেখুন) জলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছিল। তারা লোকদেরকে আরও শিখিয়েছিল, কিভাবে ফুটানো জলে চিনি ও লবন মিলিয়ে জলপূর্ণতার দ্রবণ তৈরি করে এবং তা শিশুদের ও ডাইরিয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫৩ দেখুন) এমন কাউকে পান করিয়ে - ডাইরিয়ার ফলে মারা যাওয়ার প্রধান কারণ - জলশূন্যতা রোধ করা যায়। তারা জনগণকে বিদ্যালয়ে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, কমিউনিটি সেন্টারে, এবং গণ জমায়েত স্থলে হাত ধোয়ার মাধ্যমে এবং নিরাপদ পায়খানা তৈরি এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে কলেরা রোধ করতে শিক্ষা দিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পর কলেরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।



কিন্তু এই স্বাস্থ্য কর্মীরা জানতো যে কলেরা যাতে আবারও মহামারী হিসেবে দেখা না দেয় তা নিশ্চিত করতে তাদের আরও কাজ করা বাকী আছে।

স্থানীয় প্রকৌশলীদের সাহায্য নিয়ে, পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করতে, প্রতিটি গ্রামের গর্ত পায়খানাগুলোকে আরও উন্নত করতে, এবং প্রত্যেক বাড়ীতেই যেন স্নানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জল থাকে তা নিশ্চিত করতে জনগণ একত্রে এগিয়ে এলো। গ্রামবাসীর নিজেরাই কাজগুলো করলো, এবং কিভাবে জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং পয়ঃব্যবস্থা পরিষ্কার রাখা যায় এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তা শিখলো। তারা আরও নিশ্চিত করলো যেন গবাদী পশুগুলো বেড়ার ভিতেরই থাকে (গবাদী পশুর বর্জ্য যেন জলের সরবরাহে না মেশে) এবং জল রাখার পাত্রগুলো যেন ঢাকা থাকে যাতে রোগজীবাণুবাহিত মশাগুলো বংশবিস্তার করতে না পারে।

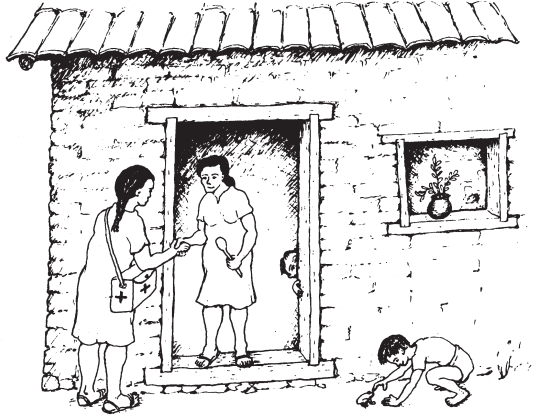
যখন এই কাজগুলো চলছিল তখন অন্যান্য গ্রামগুলো থেকেও জনগণ এসে যোগ দিল। ২২টি গ্রাম দিয়ে শুরু করে সবার জন্য স্বাস্থ্য শুরু করার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ১০০ গ্রামে পৌঁছালো। খুব শীঘ্রই পুরো অঞ্চলেই আর কলেরার চিহ্ন থাকলো না, এবং অন্যান্য রোগবালাইও হ্রাস পেলো।

কী কারণে এই স্বাস্থ্যকর্মের সংগঠন সার্থক হলো

সবার জন্য স্বাস্থ্য কলেরা রোধ করা এবং সেখান থেকে অন্যান্য সমস্যা সমাধান করা চালিয়ে যেতে খুবই সার্থক ছিল। এর কারণ স্বাস্থ্য কর্মীরা:

- জনগণের সাথে তাদের বাড়িতে কাজ করেছে। সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে জনগণ তাদের জল সরবরাহ পরিষ্কার রাখতে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এর ফলে স্বাস্থ্য কর্মীদের দলটি অন্যান্য আরও সমস্যার বিষয়ে জানতে পেরেছে এবং জনগণের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

- অনেকগুলো দলকে একত্র করতে পেরেছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় সরকার, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনজিও), এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সকলেই একত্রে কাজ করেছে। এভাবে একত্রে কাজ করার ফলে সকলের সম্পদ এবং অভিজ্ঞতা যাতে এই মহামারী রোধ করতে সুপ্রাপ্য হয় তা নিশ্চিত হয়েছে। যেহেতু তারা একত্রে কাজ করেছে, তারা এক প্রতিষ্ঠান যা করছে অন্য প্রতিষ্ঠানও সেই একই কাজ করার সমস্যা বা একে অন্যের বিরুদ্ধে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পেরেছে।



- জনগণকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছে। তারা গ্রামের জনগণকে

তাদের এই স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য দোষারোপ করে নি, এবং তারা শুধুমাত্র এই এলাকার বাইরে থেকে সাহায্য পাবার উপর নির্ভর করে থাকেনি। এর পরিবর্তে তারা একটি সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করেছে। তারা জনগণকে এক জায়গায় এনে তাদের জ্ঞান এবং সামর্থ্য সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বিভিন্ন খেলা, পুতুলনাচ, গান, আলোচনা, এবং লোকপ্রিয় শিক্ষামূলক কার্যক্রম ব্যবহার করেছে। এই কার্যক্রমগুলো তাদের আত্মবিশ্বাস এবং প্রণোদনা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, কারণ জনগণ দেখেছে যে কিভাবে তাদের নিজেদের জ্ঞান এবং অংশগ্রহণ মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করেছে।



কিভাবে পরিবেশ স্বাস্থ্যের রূপকল্প বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো

সময়ের আবেশে, স্বাস্থ্য কর্মীরাও উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলো যে রোগজীবাণু বহনকারী কীটসমূহ আবর্জনা ও আবর্জনা ফেলার জায়গায় বংশবিস্তার করে। সেজন্য তারা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা এবং আবর্জনা ফেলার জায়গার উন্নয়ন করার বিষয়ে জনগণের সাথে সভা করে। প্রতিটা গ্রামেই 'পরিবেশ স্বাস্থ্য কর্মী' নামে একটি করে দল গঠন করা হলো, যারা সকলকে দিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করার জন্য কয়েকটি কর্মদিবস নির্দিষ্ট করলো। একজন প্রকৌশলীর সহায়তায়, পরিবেশ স্বাস্থ্য কর্মী আবর্জনা ফেলার জায়গাগুলোকে **স্বাস্থ্যসম্মত আবর্জনা ভরাট** (পৃষ্ঠা ৪১২ দেখুন) নামক নিরাপদ গর্তে পরিণত করলো। পরবর্তী কয়েক বৎসর ধরে, কর্মীরা একটি পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম (পৃষ্ঠা ৪১২ দেখুন) চালু করার কথা আলোচনা করলো যাতে আবর্জনা ভরাট-এর জায়গাগুলোতে আবর্জনার পরিমাণ কমানো যায়। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যখন আবর্জনা শহরে অবস্থিত আঞ্চলিক পুনঃপ্রক্রিয়া কেন্দ্রে নিয়ে যাবার জন্য একটি বড় ট্রাক অনুদান হিসেবে দিলো তখন তারা ঠিক তাই করতে পারলো। পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ থেকে অর্জিত অর্থ ট্রাকের জ্বালানী এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বহন করতে সাহায্য করলো।

১৯৯৬ সাল নাগাদ, সবার জন্য স্বাস্থ্য শত শত পায়খানা তৈরি, অনেকগুলো পাইপবাহিত জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন, দু'টো স্বাস্থ্যসম্মত আবর্জনা ভরাটের জায়গা খনন, একটি পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম শুরু করে এবং জনগণকে বাগান করায় সাহায্য করতে আরম্ভ করলো।



তারপর ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ দেখা দিল। ইকুয়াডরের উপকূলে এল নিনো নামের বৃষ্টিঝড়টি আঘাত হানলো। একটানা ৬ মাস তীব্র বাতাস বইলো এবং প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি ছিল। বাতাসে গাছগুলো উপরে ফেললো, বৃষ্টির ফলে পাহাড়ে কাদামাটির ধস নামলো, এবং গ্রামগুলো উন্মুক্ত বাদামী নদী দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। নদীগুলো আশপাশের এলাকাগুলোকে প্লাবিত করলো এবং গ্রামগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে এর গতিপথ পরিবর্তন করলো। পায়খানা, জলের পাইপ, এবং বছরেরও বেশী সময়ে কঠোর পরিশ্রম ভাসিয়ে নিয়ে গেলো।

পাহাড় ধসে পড়ার সাথে সাথে সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর কাজও এদের সঙ্গে প্রায় অবসান হয়ে গিয়েছিল। এটি কেন ঘটলো তা ভালভাবে জানার জন্য আমাদেরকে এই অঞ্চলের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে।

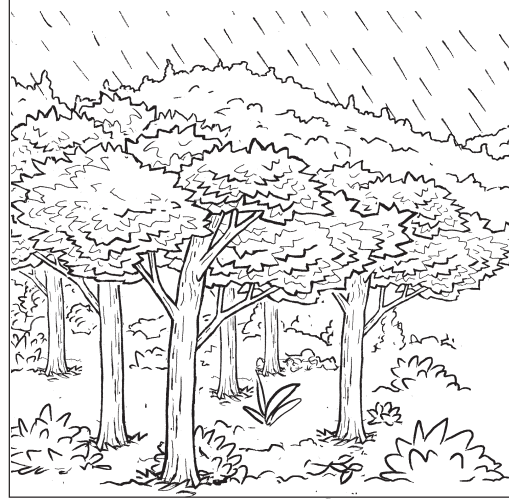
গাছ বিনা পাহাড়, ছাদ বিনা ঘরের মতোই

ইকোয়াডোরের উপকূলের পাহাড় পর্বতগুলো একসময় ঘন গ্রীষ্মমন্ডলীয় অরণ্যে ঢাকা ছিল। যেখানে নদীর মিঠা জল সমুদ্রের নোনা জলের সাথে মিশতো সেখানে গড়ান গাছ জন্মাতো। এই গড়ান গাছগুলোই উপকূলকে ঝড় থেকে রক্ষা করে রাখতো এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং খোলোসযুক্ত মাছের আবাসস্থল ছিল। নদীর দু'পাড়ে বাঁশের ঝাড় জন্মাতো, এগুলো নদীর পাড়গুলোকে ধসে পড়া বা ধুইয়ে যাওয়া (ভাঙ্গন) থেকে রক্ষা করতো। অরণ্যে প্রচুর বিশাল আকারের সাইবো গাছ দিয়ে ভরা ছিলো যেগুলো ছায়া দিত। এর গভীর শিকর জল এবং মাটি ধরে রাখতো। ক্যারোব গাছ জন্মাতো পাহাড়ের খারা ঢালে, পাহাড়ের মাটিকে জায়গাতেই ধরে রাখতো এবং কিনারা থেকে পাহাড় ধসে পরা থেকে রক্ষা করতো। গাছের পাতাগুলো নীচে পড়ার ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতো।

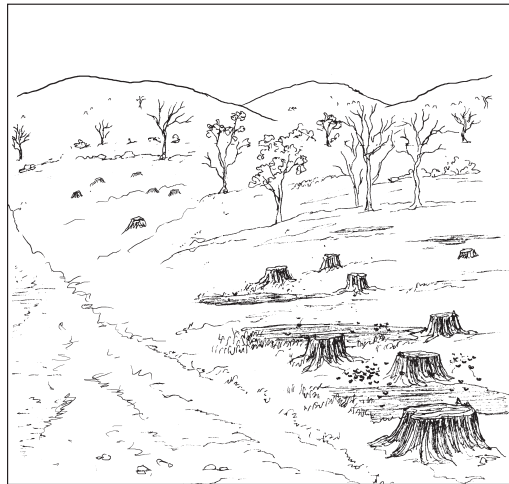
এই বনভূমি জনগণের কাছে, সেই সাথে সাথে হরিণ, পাখি, কীটপতঙ্গ, গিরগিটি, এবং আরও অসংখ্য পশুপাখির জন্যও গৃহের মতো ছিল। জনগণ বাঁশ এবং তাল গাছের পাতা দিয়ে তাদের ঘর তৈরি করতো। অরণ্যে শিকার করার জন্য বিভিন্ন জন্তু পাওয়া যেত, খাওয়ার জন্য বন্য কুলজাতীয় ফল পাওয়া যেত, এবং বাগান ও ছোট ছোট ক্ষেত করার জন্য জল এবং উর্বর মাটি পাওয়া যেত।

কিন্তু রেলের রাস্তা এবং ঘরবাড়ী বানানোর জন্য বিগত ১০০ বৎসরে অনেক গাছই কেটে ফেলা হয়েছে। তারপর জাপান থেকে একটি কোম্পানী আসলো এবং বাকী সকল গাছই কেটে ফেললো এবং রেল রাস্তা দিয়ে উপকূলের একটি বন্দরে কাঠগুলো বহন করলো, তারপর জাহাজে করে জাপানে নিয়ে গেল। যেহেতু গ্রীষ্মকালীন বনভূমির গাছগুলো খুবই দৃঢ় হয়, তাই এগুলো অনেক দামে বিক্রয় করা হয়। যখন গাছগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তখন কোম্পানীও চলে গেল। রেলের রাস্তাও জরাজীর্ণ হয়ে পরলো। কিছু দিন পরে সেটা পরিত্যক্ত হলো।

বর্তমানে, ইকুয়াডোরের উপকূলের পাহাড়টিকে একবারে মরণভূমির মতো দেখায়। পাহাড়গুলো ধুসর হয়ে গেছে এবং সেখানে কোন ছায়া নেই। শুকনো মৌসুমে মাটি বাতাসে উড়ে যায় এবং বাতাস ধুলায় ভরে উঠে। বর্ষার সময় মাটি কাদামাটিতে পরিণত হয় এবং কিনার ধরে ধসে পড়ে। যখন এল নিনো ঝড়টি ১৯৯৭ সালে আঘাত হানলো তখন গ্রামবাসীদেরকে এই ঝড়ের ধ্বংসাত্মক শক্তি থেকে রক্ষা করার জন্য কোন গাছ সেখানে ছিল না।



আগে



পরে

সমস্যার মূল কারণ খোঁজা

তারা যখন দেখলো কিভাবে বৃষ্টি গোটা গ্রামগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে - সাথে সাথে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের নতুন ব্যবস্থা এবং পায়খানাগুলোও - তখন সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর কর্মীরা উপলব্ধি করলো যে ভবিষ্যতে এধরনের দুর্ঘটনা মোকাবেলায় তাদেরকে ভিন্ন ধরনের কিছু করা প্রয়োজন। জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং নিরাপদ পয়ঃপ্রণালির প্রসার করার মাধ্যমে সমস্যার শুধু একটি দিকের সমাধান করা হোল।

গ্রামে একটি কথা প্রচলিত ছিল গাছ বিনা পাহাড়, ছাদ বিনা ঘরের মতোই। এর মানে হলো গাছগুলো পাহাড়কে রক্ষা করতো এবং বাতাস ও বৃষ্টি হতে এর ভাঙ্গন রোধ করতে সাহায্য করতো, ঠিক যেমন একটি ছাদ ঘরের ভিতরে মানুষগুলোকে রক্ষা করে। স্বাস্থ্যকর্মীরাও এটি অনুভব করতে শুরু করলো যে গাছ রোপন করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার বিষয়টি প্রসার করা স্বাস্থ্য প্রসার করার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ - কারণ এগুলো এক এবং অভিন্ন!

এই কথাগুলো স্মরণে রেখে, স্বাস্থ্য প্রসার কর্মীরা একটি গাছ রোপন কর্মসূচী শুরু করলো। কিন্তু গ্রামের কোন কোন বাসিন্দা গাছ রোপন করতে চাইলো না। এডোয়ার্ডো নামের এক ব্যক্তি গাছ রোপন কর্মসূচীতে যোগ দিতে রাজী হলো না।

‘অনেক বেশী কাজ’, এডোয়ার্ডো বলল। ‘তারা আমাদেরকে শুধু শুধু কাজ করতে চায়।’ সে গ্রামের আরও কয়েকজনকে স্বাস্থ্য কর্মীদের বিপক্ষে যেতে প্ররোচিত করলো।

এডোয়ার্ডোর গ্রামে গ্লোরিয়া নামের এক স্বাস্থ্যকর্মী গ্রামের জনগণকে একত্র করলো এবং ‘কিন্তু কেন..?’ নামের একটি কার্যক্রমের আয়োজন করলো যাতে একত্রিত প্রত্যেকে আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে কেন তারা তাদের পায়খানা এবং পাইপে সরবরাহের জল হারালো।



‘কিন্তু কেন’ এ প্রশ্ন করে গ্লোরিয়া গ্রামবাসীদেরকে দেখতে সাহায্য করেছিল তাদের সকল স্বাস্থ্য সমস্যা কোন কোন ভাবে পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। আলোচনা শেষে সকল গ্রামবাসী একমত হয়েছিল যে ভাঙ্গন ঠেকাতে এবং মাটিকে রক্ষা করতে গাছ লাগানো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এডোয়ার্ডো তখনও প্ররোচিত হলো না।



গাছ রোপন করা এখন অতিরিক্ত কাজ যেহেতু আমাদের শস্যও নেই এবং অর্থও নেই। আমাদের এখন কিছু প্রয়োজন যা আমাদের এখন খাওয়াবে ১০ বৎসর পরে নয়।

একজন ফলপ্রসূ পরিবেশ

স্বাস্থ্য কামী হতে শেখা

গ্লোরিয়া বিষন্ন হয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফেরত গেলো। ‘যদিও তারা গাছের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তবুও তারা গাছ রোপন করতে কোন কাজ করবে না,’ সে ভাবলো। ‘আমি কিভাবে তাদেরকে প্ররোচিত করবো?’ ঠিক তখনই একটি মৌমাছি কামরায় প্রবেশ করলো এবং তাকে বিরক্ত করতে লাগলো। গ্লোরিয়া তখন এটাকে ছু করে সরিয়ে দিল, এবং সে এটাকে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে এবং ক্যারোব গাছের লাল ফুলের উপরে বসতে দেখলো। এটি থেকেই সে একটি নতুন বুদ্ধি পেল।

পরের দিন গ্লোরিয়া জনগণকে আবারও একত্রিত করলো। সে আর একটি প্রশ্ন করলো, এবং এডোয়ার্ডোই প্রথম এর উত্তর দিল।

তোমাদের জীবনকে উন্নত করতে তোমাদের এখনই অর্থ উপার্জন করতে হবে, দশ বৎসর পরে নয়। তোমরাও বিশ্বাস করো যে গাছ লাগানো গুরুত্বপূর্ণ। গাছ থেকে অর্থ উপার্জন করার কোন উপায় আছে কি?



হা! অবশ্যই আছে - আমরা গাছগুলোকে কেটে ফেলব এবং তার কাঠ বিক্রি করবো। কিন্তু তাতে দশ বৎসর লাগবে কারণ গাছ বড় হতে ততো সময়ই লাগে।



অন্যান্য গ্রামবাসীরা অনেক ভাবলো, এবং তাদের আলোচনা ছিল এরকম:



গ্লোরিয়া বলল, 'মৌমাছি পছন্দ করে এমন ফুলের গাছ আমরা যদি লাগাই, তবে আমরা একটি মৌমাছি চাষ প্রকল্প শুরু করতে পারি। ফুল ফোটানোর জন্য মাত্র এক বৎসর সময় লাগবে।' গ্রামবাসীরা এই বুদ্ধিটি পছন্দ করলো। এমনকি এডোয়ার্ডোও গাছ রোপনের চেষ্টা করার জন্য সম্মত হলো যদি সে মধু উৎপাদন করা শিখতে পারে।

গ্লোরিয়া চলে যেতে উদ্যত হলো এডোয়ার্ডো তাকে খামালো। সে তাকে বলল, 'যখন আমার নাতি ডাইরিয়ার ফলে অসুস্থ ছিল তখন আমরা তাকে ক্যারোব গাছের ঊঁটি থেকে তৈরি একটি পানীয় তৈরি করে পান করতে দেই। এটি তাকে চিকিৎসকের দেওয়া যে কোন ঔষধের থেকে ভালভাবে আরোগ্য করেছিল। আমার মনে হয় আমরা ক্যারব গাছ লাগালে ভাল হবে। তখন আমরা ঐ আরোগ্যকারী পানীয় তৈরি করতে পারবো এবং ওটাকে মিষ্টি করার জন্য আমাদের তৈরি মধু ব্যবহার করতে পারবো।'

এই নতুন প্রকল্পগুলোর ব্যাপারে অনেক উত্তেজনা নিয়ে গ্লোরিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফেরত গেল। সভাটি কেমন হলো একথা ভাবতে ভাবতে সে অনুভব করলো সে অন্যান্য গ্রামবাসীকে কী করতে হবে তা বললে কোন কাজ হবে না। যদি সে একজন কার্যক্ষম পরিবেশ স্বাস্থ্য কর্মী হতে চায় তবে তাকে তাদের চিন্তাভাবনাগুলো শুনতে, এবং তাদের প্রয়োজন বুঝতে শিখতে হবে।